



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 744 - 752

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

দেহান ভাষার রূপতত্ত্ব : লিঙ্গ ও বচন

দুলালী বর্মণ

গবেষক, বাংলা বিভাগ

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: barmandulali16@gmail.com

ID 0009-0001-9969-203X

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Dhehan, Koch-
Rajbanshi,
Cachar, Assam,
Uttarbanga,
Bengali,
Morphology,
Gender,
Number.

Abstract

As the Koch rulers governed the Cachar region for a long period, a section of their army gradually settled there permanently. This community, being followers of Chilarai—the dewān (minister) and commander-in-chief of Koch King Naranarayan—came to be known as the 'Dehan'. Due to historical and geographical separation, the Dehan community is now distinct from the Koch-Rajbanshi society of North Bengal, a distinction clearly reflected in their language, religion, and culture. The influence of Assamese and Manipuri on Dehan language and culture is particularly evident.

The Dehan community is one of the earliest inhabitants of the Barak Valley. Although geographically distant from the Koch-Rajbanshi communities of Assam and West Bengal, they continue to maintain cultural ties with their historical roots. While the Dehan people were previously educated mainly through Bengali-medium schools, they now primarily receive education in Assamese-medium institutions; however, the Dehan language continues to be actively used as the mother tongue within the domestic sphere.

From a linguistic perspective, the Dehan language belongs to the Indo-European language family. The present research paper, entitled “Morphology of the Dehan Language: Gender and Number,” attempts to analyze the morphological structure of the Dehan language with particular focus on the categories of gender and number, in order to highlight its structural characteristics.

Discussion

লিঙ্গ (Gender) : “মানুষ যে শব্দের উপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করতে চেয়েছে তার প্রমাণ ভাষার এই ‘লিঙ্গ’-কল্পনা।”^১ লিঙ্গ শব্দটির অর্থ হল লক্ষণ বা নিদর্শন বা চিহ্ন। বিশেষ্যপদের লক্ষণ অনুযায়ী দেহান ভাষায় চার ধরনের লিঙ্গ পাওয়া যায়-

- (১) পুংলিঙ্গ,
- (২) স্ত্রীলিঙ্গ,
- (৩) ক্লীব লিঙ্গ এবং
- (৪) উভয়লিঙ্গ।

(১) **পুংলিঙ্গ** : পুরুষজাতীয় জীব বোঝাতে যে বিশেষ্য পদ ব্যবহৃত হয় তাকে পুংলিঙ্গ বলে। যেমন-

দেহান	উত্তরবঙ্গের রাজবংশী	বাংলা	ইংরেজি
জোয়াই	ভাতার	স্বামী	Husband
দাদা	কাকা	কাকা	Uncle
কাকা	দাদা	দাদা	Brother
পুতেক	ব্যাটা	ছেলে	Son
হরেক	শ্বশুর	শ্বশুর	Father in-law
ভিনি	বনু	জামাইবাবু	Brother in-law
দিথু	জ্যাটো	জ্যাঠামশাই	Uncle

(২) **স্ত্রীলিঙ্গ** : স্ত্রীজাতীয় জীব বোঝাতে যে বিশেষ্যপদ ব্যবহৃত হয় তাকে স্ত্রীলিঙ্গ বলে। যেমন-

দেহান	উত্তরবঙ্গের রাজবংশী	বাংলা	ইংরেজি
মাই	মাও	মা	Mother
বুয়ারি	বনুস/ মাইয়া	স্ত্রী	Wife
হাওয়েক	শ্বশুড়ি	শাশুড়ি	Mother in-law
বু	আবো	দিদা	Grandmother
মাছ	মাসি	মাসিমা	Aunt
খুড়ি	কাকি	কাকিমা	Aunt
দেঠাই	জ্যাটাই	জ্যাঠিমা	Aunt

(৩) **ক্লীবলিঙ্গ** : যে বিশেষ্যপদ নারীও বোঝায়না পুরুষও বোঝায় না তাকে ক্লীবলিঙ্গ বলে। অর্থাৎ সমস্ত জড় বস্তুকে দেহানে ক্লীবলিঙ্গ ধরা হয়। যেমন -

দেহান	উত্তরবঙ্গের রাজবংশী	বাংলা	ইংরেজি
কইফল	তমুল	পেঁপে	Papaya
জারমান	ফ্যানা	কচুরিপানা	Water hyacinth
লোয়ারি	তচলা/ নইয়া	কড়াই	Cauldron
কাহি	থাল/ সানকি	থাল	Dish
ডাবর	খোড়া	গামলা	Manger
গস	গছ	গাছ	Tree
পট	ঘাটা	রাস্তা	Road

(৪) **উভয়লিঙ্গ** : যে বিশেষ্যপদ নারী পুরুষ উভয়ই বোঝায় তাকে উভয়লিঙ্গ বলে। যেমন -

দেহান	উত্তরবঙ্গের রাজবংশী	বাংলা	ইংরেজি
পোনা	কাচুয়া ছাওয়া	শিশু	Child
নানা	ছোটো-ছাওয়া	ছোটো-বাচ্চা	Child
বগলা	বগা/ বগী	বক	Egret
সালাক	চাল্লাক	চালাক	Cleaver

দেহান শব্দের লিঙ্গ-পরিবর্তন :

(১) পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে ই, ঈ, উ, নী - প্রভৃতি প্রত্যয় যোগে দেহানে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ গঠিত হয়। যেমন -

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
পেহা (পিসেমশাই)	পিহি (পিসিমা)
কামলা (চাকর)	কামলী (চাকরানী)
মহা (মেসোমশাই)	মাহ্ (মাসিমা)
সুর (চোর)	সুরনী (চোরনী)
ধুপা (ধোপা)	ধুপানী (ধোপানী)

(২) জাতিবাচক শব্দের শেষে ‘আনী’ প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ গঠিত হয়। যেমন -

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
মোগলাই (মণিপুরী)	মোগলাইয়ানী (মণিপুরী মহিলা)
বাঙাল (মুসলিম পুরুষ)	বাঙালানী (মুসলিম মহিলা)
দেহান (দেহান পুরুষ)	দেহানী (দেহান মহিলা)

(৩) সম্পূর্ণ ভিন্ন শব্দদ্বারা লিঙ্গ-পরিবর্তন হয়। যেমন -

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
জোয়াই (স্বামী)	বুয়ারি (স্ত্রী)
কাকা (দাদা)	বউ (বউদি)
দাদা (কাকা)	খুড়ি (কাকিমা)
বাবা (বাবা)	মাই (মা)
আজা (দাদু)	বু (দিদা)
দাঁতাল (হাতি)	খুন্তি (মাদি হাতি)

(৪) যৌগিক শব্দের ক্ষেত্রে পুরুষবাচক ‘মুইনা’ শব্দটির জায়গায় স্ত্রীবাচক ‘ঝালা’ শব্দের ব্যবহার করে লিঙ্গ-পরিবর্তন করা হয়। যেমন-

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
মুইনা মানু (পুরুষ মানুষ)	ঝালা মানু (মহিলা মানুষ)
মুইনা সুকুরিং (পুরুষ পাখি)	ঝালা সুকুরিং (মহিলা পাখি)
মুইনা পুহু (পুরুষ শুকর)	ঝালা পুহু (মহিলা শুকর)

বচন (Number) : “যাহার দ্বারা পদার্থের সংখ্যার বিষয়ে আমাদের বোধ জন্মে, তাকে বচন (Number) বলে।”^২

বাংলা, অসমীয়া, হিন্দি, ওড়িয়া ইত্যাদি ভারতীয় ভাষা এবং বিদেশি ইংরেজি ভাষার মতো ‘দেহান’ ভাষাতেও বচন দুই প্রকার- একবচন ও বহুবচন। সংস্কৃতের দ্বিবচন দেহান ভাষাতে নেই।

“যে বচন-দ্বারা কেবল এক বস্তুকে বুঝায়, তাকে এক-বচন (Singular Number) বলে।”^৩ যেমন-

দেহান	উত্তরবঙ্গের রাজবংশী	বাংলা	ইংরেজি
গস	গচ/গছ	গাছ	Tree
সুকুরিং	পকি	পাখি	Bird

হিল	শিল	পাথর	Stone
মানু	মানষি	মানুষ	Man
পুতেক	ব্যাটা	ছেলে	Son

“যে বচন-দ্বারা একাধিক পদার্থকে বুঝায়, তাহাকে বহু-বচন (Plural Number) বলে।”^৪ যেমন-

দেহান	উত্তরবঙ্গের রাজবংশী	বাংলা	ইংরেজি
গসগুটি	গছলা/ গছলা	গাছগুলি	Trees
সুকুরিগুটি	পকিলা	পাখিগুলি	Birds
হিলগুটি	শিললা	পাথরগুলি	Stones
মানুগুটি	মানষিলা	মানুষগুলি	Mans
পুতেকগুটি	ব্যাটালা	ছেলেগুলি	Sons

দেহান ভাষায় একবচনের রূপ চিহ্নিত করার জন্য বিশেষ কোনো প্রত্যয় নেই। বিশেষ্য বা সর্বনাম নিজেই একবচন রূপে ব্যবহৃত হয়। বহুবচন বোঝানোর জন্য শব্দের শেষে প্রত্যয় এবং সমষ্টিবাচক শব্দ যুক্ত হয়। প্রত্যয়- গুটি, থিনি; সমষ্টিবাচক শব্দ - কাল, ঢের, বেজাং, থুবিয়ামান, গুটিমান, ডালিয়ামান ইত্যাদি।

(ক) বহুবচন-জ্ঞাপক প্রত্যয় যোগে বহুবচন গঠন :

(১) ‘গুটি’ - দেহান ভাষায় ‘গুটি’ প্রত্যয়টি বহুবচন-দ্যোতক প্রত্যয় রূপেই ব্যবহৃত হয়। বস্তুবাচক ও প্রাণীবাচক উভয় প্রকার নামের সঙ্গেই এই প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন -

বস্তুবাচক-

দেহান	উত্তরবঙ্গের রাজবংশী	বাংলা	ইংরেজি
মধুরগুটি	কুশিয়ারলা	আখগুলি	Sugarcanes
খুরুরগুটি	জোয়ারগিলা	ভুট্টাগুলো	Maizes
বিতরুগুটি	বালিশলা	বালিশগুলো	Pillows
ফেরুগুটি	ঢ্যাঁড়সলা	ঢেঁড়সগুলি	Lady’s fingers
বানিগুটি	বানিগুলো	ঝাড়ুগুলি	Brooms

প্রাণীবাচক-

দেহান	উত্তরবঙ্গের রাজবংশী	বাংলা	ইংরেজি
মুগুটি	মশালা	মশাগুলো	Mosquitos
হাগুটি	হাঁসগিলা	হাঁসগুলো	Ducks
পুহুগুটি	গাওরিগিলা	শুকোরগুলি	Pigs
তিনুপুরাগুটি	তেউলপাপোকাগিলা	তেলাপোকাগুলো	Cockroaches
মকোড়াগুটি	মাকড়াগুলো	মাকড়সাগুলো	Spiders

প্রাণী-বাচক ও অপ্রাণী-বাচক উভয়ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় বহুবচনে ব্যবহৃত গুলি, ‘গুলো’, ‘গুলো’ প্রত্যয়ের মতো উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ভাষাতে ‘লা’ ‘গিলা’, ‘গুলো’ প্রত্যয় এবং দেহান ভাষায় ‘গুটি’ প্রত্যয় বসে।

(২) ‘থিনি’ - এই প্রত্যয়টি কেবল দেহান ভাষার জড়বস্তুবাচক শব্দের সাথে বসে। যেমন-

দেহান	উত্তরবঙ্গের রাজবংশী	বাংলা	ইংরেজি
বাউলখিনি	আউঙটাগিলা	চিমটাগুলি	Tonges
অরুজাখিনি	শাটজামাগিলা	শাটগুলি	Shirts
পুথিখিনি	বইগিলা	বইগুলি	Books
কাপড়খিনি	কাপড়গিলা	কাপড়গুলো	Cloths
খিড়কিখিনি	জলকিগিলা	জানালাগুলো	Windows

(৩) ‘কাল’- হল দেহান ভাষায় ব্যবহৃত এমন একটা সমষ্টিবাচক শব্দ, যা মানুষ বোঝানো শব্দের সঙ্গে বসে। বিশেষ করে বাবা-মা, দাদা-দিদি, কাকা-মামার মতো আত্মীয় বোঝানো শব্দে এটা বেশি ব্যবহার হয়। এটা শুধু ‘অনেক জন’ বোঝায় না, বরং “অমুক ব্যক্তি এবং তার সঙ্গে থাকা অন্যরা”— এই অর্থ প্রদান করে। যেমন -

দেহান	উত্তরবঙ্গের রাজবংশী	বাংলা	ইংরেজি
বাবা-কাল	বাবা-ঘর	বাবারা	Fathers
মাই-কাল	মাও-ঘর	মায়েরা	Mothers
কাকা-কাল	দাদা-ঘর	দাদারা	Brothers
দাদা-কাল	কাকা-ঘর	কাকারা	Uncles
মামা-কাল	মামা-ঘর	মামারা	Uncles

দেহান ভাষায় ‘কাল’ শব্দটি শুধুমাত্র মানুষের সম্পর্কে ব্যবহার হয়, মনুষ্যতর প্রাণী এবং অপ্রাণীবাচক শব্দের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয় না, ‘মুই-কাল’, ‘পুছ-কাল’, ‘বিড়ালি-কাল’, ‘সুকুরিং-কাল’, ‘বিতরুং-কাল’, ‘খুকরুং-কাল’ অপপ্রয়োগজাত। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ভাষায় ‘ঘর’ শব্দটি শুধু মানুষ নয় অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রেও বসে, যেমন - গরুর ঘর, কুকুরের ঘর, হাতির ঘর, বিলাইর ঘর ইত্যাদি। জড়বস্তুর ক্ষেত্রে ‘ঘর’ শব্দটি বসে না। বাংলা ভাষায় “-রা, -এরা” সর্বনাম, এবং দেবতা ও মানবের নামের সঙ্গে প্রযুক্ত হয়, এবং ক্রটিং (বক্তার সহানুভূতি-জ্ঞাপনার্থ) ইতর-প্রাণি-বাচক নামেও যুক্ত হয়; যেমন - “আমরা, তোমরা, এরা, তাহারা; দেবতারা, গন্ধর্বেরা, মুনীরা, ব্রাহ্মণেরা, শিশুরা; ফেরেস্ভারা; ইউরোপীয়েরা; পণ্ডিতেরা” ইত্যাদি; তদ্রূপ “পাখিরা, পশুরা”। অপ্রাণীবাচক শব্দে “-রা” - প্রত্যয় হয় না।^৬

অতএব দেহান, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী এবং বাংলা ভাষায় ‘কাল’, ‘ঘর’, ‘রা’ প্রত্যয় কেবল প্রাণীবাচক শব্দের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। তবে বাংলায় - “অপ্রাণী-বাচক বস্তুতে প্রাণ বা চেতনা-শক্তি কল্পনা করিয়া, “-রা” প্রত্যয় চলিতে পারে; যথা- “আকাশের তারারা অতন্দ্র নয়নে চাহিয়া আছে।”^৭ দেহান ভাষায় ‘কাল’ প্রত্যয়টি শুধুমাত্র সম্মানার্থে ব্যবহার হয়, তবে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ও বাংলায় ‘ঘর’ এবং ‘রা’ প্রত্যয়টি সম্মানার্থে ও তুচ্ছার্থে দুই ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়।

(৪) ‘ডালি’ - হল দেহান ভাষার একটি বহুবচন-বাচক প্রত্যয়। এর কাজ হল কোনো বিশেষ্যকে একবচন থেকে বহুবচন করা। ‘ডালি’ সাধারণত ব্যবহৃত হয়— লম্বা, সরু, গোনা যায় এমন বস্তুবাচক বিশেষ্যের পরে। যেমন—

দেহান	উত্তরবঙ্গের রাজবংশী	বাংলা	ইংরেজি
হত-ডালি	সুতালা	সুতাগুলি	Threads
খেড়-ডালি	পোয়ালগিলা	খড়গুলো	Hays
জুড়ি-ডালি	বাটিগিলা	দড়িগুলো	Ropes
বা-ডালি	বাঁশগিলা	বাঁশগুলি	Bamboos
চুলি-ডালি	চুলগিলা	চুলগুলি	Hairs

দেহান ভাষায় ‘ডালি’ প্রত্যয়টি এই ধরনের বস্তুগুলো যেগুলো আলাদা আলাদা করে গোনায়, অথচ আকৃতিতে লম্বা ও সরু কেবলমাত্র তাদের সাথে প্রয়োগ হয়। তবে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী এবং বাংলা ভাষায় ‘লা’, ‘গিলা’ ও ‘গুলি’, ‘গুলো’, ‘গুলো’ প্রাণীবাচক ও অপ্ৰাণীবাচক প্রায় সব বিশেষ্যের পরে বসে। দেহানে আকৃতিভেদে বহুবচন আলাদা হয়, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ও বাংলায় তা হয় না।

(খ) পরিমাণ-বাচক শব্দ যোগে বহুবচন গঠন : দেহান ভাষায় ‘বেজাং’, ‘ঢের’, ‘গুটিমান’, ‘ডালিয়ামান’, ‘থুবিয়ামান’, ‘খিনিমান’ ইত্যাদি পরিমাণ-বাচক শব্দযোগে বহুবচন গঠন করা হয়। যেমন -

দেহান	উত্তরবঙ্গের রাজবংশী	বাংলা	ইংরেজি
বেজাং চুলি	ভেল্লা চুল	প্রচুর চুল	Some of hair
ঢের পইসা	ঢেইললা পাইসা	অনেক টাকা	Many Money
গুটিমান হিল	কয়টা শিল	কিছু পাথর	Some stone
ডালিয়ামান চুলি	আদলা চুল	কিছু চুল	Some hair
থুবিয়ামান তেল	একনা ত্যাল	কিছুটা তেল	Some oil
খিনিমান ডাইল	চাইটা ডাইল	কিছুটা ডাল	Some pluse

দেহান, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী, বাংলা এবং ইংরেজি এই চার ভাষাতেই পরিমাণবাচক শব্দ বিশেষ্যপদের আগে বসে বহুবচন হয়েছে।

(গ) সমষ্টিবাচক শব্দ যোগে বহুবচন গঠন : দেহান ভাষায় বিশেষ্যপদের আগে সমষ্টিবাচক শব্দ ‘হকল’, ‘সব’ প্রয়োগ করে বহুবচনের রূপ গঠন করা হয়। যেমন—

দেহান	উত্তরবঙ্গের রাজবংশী	বাংলা	ইংরেজি
সব ফুল	সউগ ফুল	সব ফুল	All flower
হকল মানু	সউগ মানষি	সকল মানুষ	All man
সব সইতান	সব খ্যাচ্ছড়	সব দুষ্ট	All Naughty

দেহান, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী এবং বাংলা তিনটি ভাষাতেই বিশেষ্যের আগে সমষ্টিবাচক শব্দ ‘সব’ প্রয়োগে বহুবচনের গঠন লক্ষ করা যায়।

(ঘ) পদের দ্বিত্ব প্রয়োগে বহুবচন গঠন : দেহান ভাষায় একই পদ পাশাপাশি দুবার বসে বহুবচনের পদ গঠন করে। যেমন—

(১) বিশেষ্যের দ্বিত্ব-প্রয়োগে— দেহান ভাষায় প্রায় সব বিশেষ্যেরই দ্বিত্ব প্রয়োগের মাধ্যমে বহুবচন গঠন করা হয়। যেমন—

(a) দেহান— গসে গসে সুকুরিং আসেই।

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী — গছে গছে পকি আছে।

বাংলা — গাছে গাছে পাখি আছে।

ইংরেজি — There are birds in every tree.

(b) দেহান — হাঁ দঙে দঙে পাকাই ফুড়েই।

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী — হাঁস গাঙে গাঙে ঘুরি বেড়ায়।

বাংলা — হাঁস নদীতে নদীতে ঘুরে বেড়ায়।

ইংরেজি — Ducks wander from river to river.

(C) দেহান— আগত বনে বনে বাঘ আসলেই।

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী — আগত জঙলে জঙলে বাঘ আচলো।

বাংলা— আগে বনে বনে বাঘ ছিলো।

ইংরেজি— In earlier times there had been tiger in every forest.

(d) দেহান— হি পথে পথে পাকাই ফুরেই।

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী— উয়ায় ঘাটায় ঘাটায় ঘুরি বেড়ায়।

বাংলা— সে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়।

ইংরেজি— He keeps roaming in every road.

(e) দেহান— গাওয়ে গাওয়ে জানাই দি।

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী— গেরাম গেরামে জানে দ্যাও।

বাংলা— গ্রামে গ্রামে জানিয়ে দাও।

ইংরেজি— Give information to every village.

(২) বিশেষণের দ্বিভু প্রয়োগে—

(a) দেহান — দীঘল দীঘল চুলি।

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী — নম্বা নম্বা চুল।

বাংলা — লম্বা লম্বা চুল।

ইংরেজি — Long flowing hair.

(b) দেহান— সোরা সোরা মুইনা।

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী— ঢাঙা ঢাঙা চ্যাংড়া।

বাংলা— লম্বা লম্বা ছেলে।

ইংরেজি— Tall boys.

(c) দেহান— আস্তে আস্তে মাত।

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী— আস্তে আস্তে আও কর।

বাংলা— ধীরে ধীরে কথা বল।

ইংরেজি— Speak Slowly.

(d) দেহান— হরু হরু কুঠা।

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী— মিচচাই-একনা মিচচাই-একনা ঘর।

বাংলা— ছোটো ছোট ঘর।

ইংরেজি— Small houses.

(e) দেহান— বড় বড় গস।

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী— ডাঙর ডাঙর গছ।

বাংলা— বড়ো বড়ো গাছ।

ইংরেজি— Big trees.

(৩) সর্বনামের দ্বিত্ব প্রয়োগে—

প্রশ্নবোধক সর্বনামের দ্বিত্ব প্রয়োগ—

(a) দেহান— কুনি কুনি আসলেই?

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী— কায় কায় আচলো?

বাংলা— কে কে ছিলো?

ইংরেজি— Who were present.

সম্বন্ধবাচক সর্বনামের দ্বিত্ব প্রয়োগে—

(a) দেহান— মই যাওয়ার পিসত যি যি আইসে।

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী— মুই যাওয়ার পাচত যায় যায় আইসচে।

বাংলা— আমি যাওয়ার পর যে যে এসেছে।

ইংরেজি — Whose who came after I left.

দেহান ভাষার মতো উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ও বাংলা ভাষাতেও বিশেষ্য, বিশেষণ ও সর্বনাম-পদের দ্বিত্ব প্রয়োগে বহুবচন গঠিত হয়।

(ঙ) ব্যক্তিবাচক সর্বনামপদের বহুবচন : দেহান ভাষায় উত্তমপুরুষ ও মধ্যম পুরুষের ব্যক্তিবাচক সর্বনামকে বহুবচন করতে আলাদা শব্দরূপ ব্যবহার করা হয়। যেমন—

একবচন	বহুবচন
উত্তমপুরুষ— মই (I)	আমি (We)
মধ্যমপুরুষ— তই (You)	তুমি (You)
প্রথমপুরুষ— পুং— হি (He)	হেলোক (They)
স্ত্রী— তাই (She)	
উভয়লিঙ্গ— ই (It)	

ইংরেজি এবং অসমীয়া ভাষার ব্যক্তিবাচক সর্বনামের মতো দেহান ভাষাতেও প্রথম পুরুষ-বাচক সর্বনামের একবচনে লিঙ্গভেদ রয়েছে, তবে সর্বনামের এই লিঙ্গভেদ উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ও বাংলা ভাষায় নেই।

Reference:

১. বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, আনন্দবাজার পত্রিকা ব্যবহার বিধি, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা- ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ- জুন ১৯৯৬, পৃ. ১৫৯
২. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, রূপা পাব্লিকেশন, নতুন দিল্লী- ১১০০০২, প্রথম রূপা সংস্করণ- জানুয়ারি ১৯৮৮, পৃ. ২০৯
৩. তদেব, পৃ. ২০৯
৪. তদেব, পৃ. ২০৯
৫. তদেব, পৃ. ২১০
৬. তদেব, পৃ. ২১০

Bibliography:

অসমীয়া গ্ৰন্থ :

ফুকন পাটগিৰি, দীপ্তি। অসমীয়া, বাংলা আৰু উড়িয়া ভাষা। বনলতা, পাণবজাৰ, গুয়াহাটী-১, প্ৰথম প্ৰকাশ- এপ্ৰিল, ২০০৪

ভকত, ড. দ্বিজেন্দ্ৰনাথ। অসমৰ কোচ-ৰাজবংশী জনজাতি। দেশ প্ৰকাশন, কোলকাতা, প্ৰথম প্ৰকাশ- জানুৱাৰি ২০০৮

বাংলা গ্ৰন্থ :

আজাদ, হুমায়ুন। তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান। আগামী প্ৰকাশনী, ঢাকা ১৯৮৮

চট্টোপাধ্যায়, ড. সুহাস। ঝড়ৰ মুখে কাছাৰেৰ ৰাষ্ট্ৰতৰণী। সেপুৰী লিটাৰেচাৰ, শিলচৰ, অসাম।

ইংৰেজি গ্ৰন্থ :

Gait, Edwards: A History of Assam, Lawyr's Book Stall, Guwahati, Fifth Edition, 1992